২০-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সঙ্গদোষ সংশয় বুদ্ধি করে দেয় তাই সঙ্গদোষে জড়িয়ে কখনও পড়াশোনা বন্ধ করবেনা। বলাও হয় - সৎসঙ্গে স্বর্গ বাস (তারে) অসৎসঙ্গে সর্বনাশ (বোরে)"

প্রশ্নঃ- বাবার কোন্ শ্রীমৎ তোমাদের কড়ি থেকে হীরায় পরিণত করে ?

উত্তর :- বাবার শ্রীমৎ হল বাচ্চারা গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকো। যেমন পদ্ম ফুল পাঁক ও জল স্পর্শ করেনা, তেমনই বিকারী দুনিয়ায় থেকেও বিকার যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। এ হল তোমাদের অন্তিম জন্ম, নির্বিকারী দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে পবিত্র হও। এই একটি শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হয়ে যাবে। স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে

গীত : - আমায় যিনি সাহারা দিয়েছেন তাঁকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ .....

ওম্ শান্তি। বাবা বোঝান যে ভগবান হলেন একমাত্র যিনি ভগবতীকে রচনা করেন। যথাযথভাবে ভগবানুবাচ আছে। যেমন ব্যারিস্টার-উবাচ, সার্জেন-উবাচ ... সেরকম এই হল ভগবানুবাচ। ভগবান বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক রাজার রাজা করি। এ হল গীতা। কিন্তু মানুষ ভুলে গেছে যে গীতার ভগবান কে ছিলেন। কৃষ্ণ তো ছিলেন স্বর্গের প্রথম নম্বর প্রিন্স। এত উঁচু প্রালব্ধ কে প্রদান করেছেন ? উঁচু থেকে উঁচু প্রালব্ধ হল রাধে-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের। এই কথা কেউ বুঝতে পারেনা। রাধে কৃষ্ণ স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী নারায়ণে পরিণত হয়। তাঁদের এই উঁচু পদ কে প্রদান করেন ? কৃষ্ণ কে ছিলেন , নারায়ণ কে ছিলেন ? এই কথা তোমরা জানো। কৃষ্ণকে সবাই খুব ভালোবাসে, জয়ন্তী পালন করে তারপর যাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের স্বয়ম্বর হয়েছে তাঁরও তো মহিমা হবে। রাধে কৃষ্ণকে তো এক সাথে দেখানো হয়। তাঁদের এমন কে তৈরি করেছে ? রচয়িতা একমাত্র নিরাকারকেই বলা হয়। সাকারকে কখনও ক্রিয়েটর বলা যাবেনা। ইনকরপোরিয়াল গড ফাদার বলা হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগের আদি কালে ছিলেন। এখন তো হল কলিযুগ। এখানে মানুষ দুঃখী কাঙাল হয়েছে। রাজা রানী তো নেই। স্বর্গের খুব মহিমা রয়েছে । কারো মৃত্যু হলে বলা হয় অমুক স্বর্গবাসী হয়েছে। স্বর্গ স্মরণে আসে অর্থাৎ স্বর্গ শ্রেষ্ঠ ছিল নিশ্চয়ই। নরকে যার মৃত্যু হয়, তার পুনর্জন্ম নরকেই হয়। যার যেমন কর্ম হয় সেই অনুযায়ী এখানে জন্ম হয়। এবারে ভগবান হলেন নিরাকার জ্ঞানের সাগর, যাঁর প্রতি সবাই বিশ্বাসী। ওঁনার স্মরণীয় মন্দিরও হল শিবের। ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরের ছবি দেখালে বলবে ইনি ব্রহ্মা, ইনি বিষ্ণু। ভগবান ব্রহ্মা বা ভগবান বিষ্ণু বলবে না । ভগবান এক নিরাকারকে বলা হয়। তিনি হলেন শিব।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা আবার লক্ষ্মী নারায়ণ, ভগবান ভগবতী স্বরূপে পরিণত হচ্ছি। কে করছেন ? ভগবান পরিণত করছেন। ক্রিয়েটর হলেন বাবা, তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। নিশ্চয় তিনি প্রালব্ধ দিয়েছেন যাতে আমরা স্বর্গের মালিক হই। ছবি তো বাচ্চারা তোমাদের কাছে আছে। এই কথাটি মানুষ বুঝতে পারে লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিলেন। শুধু এই কথা ভুলে গেছে যে লক্ষ্মী নারায়ণ শৈশবে রাধা কৃষ্ণ ছিলেন। সত্যযুগে মহারাজা মহারানী ছিল তো তাঁদের শৈশবও ছিল নিশ্চই। তাঁদের এইরূপ প্রালব্ধ নিশ্চয়ই স্বর্গের যিনি রচয়িতা, তিনিই করেছেন। তিনি কবে এসেছেন - কারো তা জানা নেই। শিবের লিঙ্গ রয়েছে। শিবের রূপ এইভাবে বিশাল করে রাখা

হয়েছে। বাস্তবে এত বিশাল রূপ তো নয় তাইনা। তিনি হলেন স্টার, ওঁনার সেই রূপ তো কেউ বুঝতে পারবেনা। শুধুমাত্র পূজা অর্চনা করার জন্যে এই বিশাল রূপ তৈরি করা হয়েছে। তাহলে এই দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেছেন ? তাঁর নাম তো জানা চাই। ক্রিস্টান বৌদ্ধি ইত্যাদি সবাই জানে যে ধর্মের স্থাপনা কে করেছে এবং যিনি স্থাপন করেছেন তাঁর রচিত ধর্ম শাস্ত্র হল ঐটি । প্রথম মুখ্য কথাই হল এটা। তাই বাবা ছবি তৈরি করান বোঝানোর জন্য। প্রথম দিককার চিত্র গুলোতে থোড়াই সে সব লেখা ছিল! এইসব তো বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে যে স্বর্গের রচয়িতা হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। স্বর্গে আছে সুখ। এত মানুষ কি সেখানে থাকবে ? ঝাড় প্রথমে ছোট থাকে তারপরে বৃদ্ধি হতে থাকে। স্বর্গেও সংখ্যা খুব কম থাকবে । নরকে অনেক হয়। স্বর্গে শুধু দেবী দেবতাদের রাজধানী ছিল। এইসব আর কেউ জানেনা। জিজ্ঞাসা করা হয় এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে ? ৫ হাজার বছর পূর্বে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তাকেই স্বর্গ বলা হয়েছে। সেসব এখন অতীত । নতুন দুনিয়া যে ছিল , এখন পুরানো হয়েছে, নরকে পরিণত হয়েছে। আচ্ছা এরপরে কি হবে ? আবার স্বর্গ আসবে। ভক্তজন স্মরণ করে স্বর্গকে বা মুক্তিধামকে। কেন স্মরণ করে ? কারণ এখানে দুঃখে আছে। স্বর্গে সর্বদা সুখ থাকে।বাবা নিশ্চয়ই বাচ্চাদের রচনা করে দুঃখে রাখবেন না। এইরকম হতে পারেনা। তোমরা জানো সত্যযুগ থেকে ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ হতে হবে। সত্যযুগের শেষ সময়, ত্রেতার আদি সময়ের সঙ্গম কোনো কল্যাণকারী নয় কারণ সত্যযুগে যারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়, সেই দেবী দেবতারা ১৪ কলায় পরিণত হয়। সুতরাং এই সঙ্গম হল যে কল্যাণকারী । তারপর ত্রেতার শেষ সময় এবং দ্বাপরের আদি সময়ও সঙ্গম আছে কিন্তু সেই সময়েও আত্মার কলা অর্থাৎ কোয়ালিটি কম হয়। সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমো - আত্মার এইরূপ নীচের দিকে গমন হয়। তমোপ্রধান হতেই হয়। এইসময় সম্পূর্ণ দুনিয়া হল দুঃখময়। একে-ই বলা হয় অনাথের দুনিয়া। কেউ নাথ নেই। ঘরে মা-বাবা না থাকলে সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। তখন বলা হয় তোমরা অনাথ হয়েছ। সে হল হদের কথা অর্থাৎ দেহের দুনিয়ার কথা। এখন এইখানে কথা হচ্ছে বেহদের অর্থাৎ আত্মাদের। সম্পূর্ণ দুনিয়ার কেউ নাথ নেই। মানুষ মানুষের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। পশু পাখিরা লড়াই করছে। কোনো নাথ নেই। নাথ হলেন বাবা - রচয়িতা। ওঁনার আগমনে সব বাচ্চারা সনাথ হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে শান্তিধাম ও তারপরে সুখধাম নিয়ে যান। প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজো, তমো। প্রতিটি বস্তুর এইরকম অবস্থা হয়। ছোট বাচ্চারাও সতোপ্রধান হয় তাই সবাইকে প্রিয় অনুভব হয়। সেই বাচ্চারা যদি শিক্ষা প্রাপ্ত না করে তবে মা-বাবাকে দুঃখ দেয়। দুঃখ তো হয় তাইনা। লড়াই ঝগড়া হলে রোগ গ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছু ক্ষতি হওয়া মানে দুঃখ তো হয় তাইনা। সত্যযুগে কেউ দুঃখী হয় না। সেটা হল সুখধাম। বাবা বাচ্চাদের জন্যে স্বর্গ রচনা করেন সেখানে সর্বদা সুখ থাকে।

তোমরা জানো এই দুনিয়া বেহদের নতুন দুনিয়া ছিল, এখন পুরানো হয়েছে। যেমন পুরানো দিল্লী নতুন দিল্লী । পুরানো আলাদা, নতুন আলাদা । নতুন দিল্লীতে কত ভালো জিনিস দেখতে পাওয়া যায় ! এমন নয় যে পুরানোটিকে কেউ নষ্ট করে দেবে, তাহলে থাকবে কোথায় ? এখানে নতুন-পুরানো দুই-ই রয়েছে এই পুরানো ধ্বংস হয়ে নতুন নির্মাণ হবে যার নাম হল স্বর্গ। দিল্লীকে পরিস্তান বলা হয়। এই সময় হল কবরস্থান। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। দিল্লী পরিস্তান ছিল, স্বর্গ ছিল। এখন হয়েছে নরক। বাবা নিজে স্বর্গের মালিক না হয়ে বাচ্চাদের মালিক করেন। তোমরা বল বাবা আমাদের আবার স্বর্গের মালিক করছেন। এত সংখ্যায় নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাদের দেখে নিশ্চয়বুদ্ধি হওয়া উচিত। কেউ লন্ডন দেখে এসে বর্ণনা করলে এমন কি বলবে যে আমরা যখন

দেখব তখন বিশ্বাস করব। এখানেতো এত সব বাচ্চারা বলছে আমাদের ভগবান পড়ান তো মিথ্যে বলছেনা নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কথাটা বুদ্ধিতে টিকবেনা।

বাবা বলেন এতে ত্যাগ কিছুই করতে হয়না । এ হল তোমাদের শেষ জন্ম। গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। এটা হল মৃত্যুলোক, আর ওটা হল অমর লোক। গায়ন আছে - সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে কোনো বিকার থাকেনা। বিশ্বাস করা উচিত তাইনা । দেবতাদের মহিমা গায়নও করা হয় সর্ব গুণ সম্পন্ন ... সেই দুনিয়াটি ছিল ভাইসলেস দুনিয়া। আচ্ছা, সন্তান জন্ম হওয়ার নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি থাকবে! সেটা নিশ্চয়ই বিকার দ্বারা নয়। সেখানে এই বিষ থাকেনা। এখানে রয়েছে সম্পূর্ণ বিকারী, সেখানে হয় সম্পূর্ণ পবিত্র। যথা রাজা রানী তথা প্রজা। এ বিষয়ে তোমাদের সংশয় কেন? ওখানকার নিয়ম অনুযায়ী সন্তান জন্ম হবে। সেখানে বিকার থাকেনা। এটা হল মৃত্যুলোকের প্রকৃতি। কিন্তু সেখানে কেউ দুঃখ দেয়না। পশু পাখিও একে অপরকে দুঃখ দেয়না। তাদের জন্মও সেভাবেই হবে। এখন তোমরা কি চাও ? শান্তি চাই? তাহলে নিজেকে আত্মা ভেবে পিতাকে স্মরণ করলে বাবার কাছে চলে যাবে। যারা স্বর্গে আসার যোগ্য হবে তারা বলবে আমরা জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করব, সুখ প্রাপ্ত করব। বাবার কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে। তোমরা জানো আমরা বেহদের বাবার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করি। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলি। চলার পথে কখনও উল্টো তুফান এলে অটুট নিশ্চয় টলমল হয়ে যায়। মায়ার কাছে হার হয়। বাবা বলেন কল্প পূর্বেও মায়ার কাছে হার স্বীকার করেছিলে। বিকারে জড়িয়ে পড়েছিলে। গায়নও আছে সুসঙ্গে স্বর্গবাস, কুসঙ্গে নরকবাস । এ হল সৎ সঙ্গ। ওঁনার শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে আমরা নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করি। বিশ্বাসে সংশয় এলে বর্সা প্রাপ্তি হয়না। এই রকম অনেকেরই নিশ্চয় বুদ্ধি হতে হতে সংশয় বুদ্ধি হয়ে যায় । তোমরা অনেকেই মাতা পিতা বলে ডেকে তারপর ত্যাগ করে চলে যাও, এও ড্রামায় রয়েছে । শিববাবার আপন হয়ে এমন বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়। ঈশ্বরের আপন হবে নাকি রাবণের ? এ হল নিজের মধ্যকার লড়াই । কেউ মায়াকে পরাজিত করে ভাবে বাবার কাছে বর্সা নিতেই হবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে থাকে। অ্যালবাম তোমাদের কাছে আছে, যে সব বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে আমাদের গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। পদ্ম ফুলকে জল স্পর্শ করেনা। তোমাদের বিকারী দুনিয়ায় থেকে বিকারগ্রস্ত হওয়া চলবেনা। পবিত্র হওয়া তো খুবই ভালো কথা। বাবা বলেন আমার দ্বারা তোমরা পবিত্র হবে তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। পতিত দুনিয়া এবারে বিনাশ হবে। বাবা কত সহজ করে বোঝান - ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা হয়। সেসব তো বর্তমানে হচ্ছে। বাকি সব হিসেব নিকেশ মিটিয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে। সত্যযুগে তোমরা প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত কর। বৈকুণ্ঠের নাম তো বিখ্যাত। নিশ্চয়ই লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। মানুষ তো কিছুই জানেনা। সন্ন্যাসীজন নিজেরাই নির্বিকারী রূপে পরিণত হন তাই বিকারী মানুষ তাঁদের পূজো করে। বিকারী আত্মা তারা, পরমাত্মা নয়। তারা ভাবে আমরা নির্বিকারী হয়ে পরমাত্ম আয় লীন হয়ে যাই। দুটি তো হল আলাদা রূপ। আত্মা ও পরমাত্মা। বিকারীকে পরমাত্মা বলা যাবেনা। তারা ভাবে নির্বিকারী হলেই পরমাত্মায় লীন হয়ে যাব । বাবা বলেন এমন তো হতে পারেনা। কেউ মিলে যেতে পারেনা। আমি এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। প্রমাণ রয়েছে মহাভারী লড়াই। বাচ্চাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। মহাভারী লড়াই রয়েছে তো ভগবানও নিশ্চয়ই থাকা উচিত, যিনি সব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করবেন, সকলের ঝগড়া শেষ করবেন। তিনি হলেন একমাত্র সর্ব শক্তিমান পিতা তাইনা। বলেন যদি তোমরা আমার মতানুসারে চল তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করব । কল্প-কল্প তোমরা আমার শ্রীমৎ অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ

হও। অর্ধকল্প পূর্ণ হয়ে যখন অসুরী মত আরম্ভ হয় তখন তোমরা কাঙাল কড়ি তুল্য হয়ে যাও। এখন আবার তোমাদের কড়ি থেকে হীরায় পরিণত করি, তাই শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা উচিত তাইনা । বাবা কত সহজ করে বোঝান। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের কে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) যে কোনো ঝড় ঝঞ্ঝার প্রকোপে বাবার প্রতি নিশ্চয় যেন কমে না যায় -- তার জন্যে সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে পুরোপুরি চলতে হবে।

২) এই অন্তিম জন্মে শ্রীমৎ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নির্বিকারী অবশ্যই হতে হবে। বিকারী দুনিয়ায় থেকেও বিকার যেন স্পর্শ না করতে পারে, এই সাবধানতা রাখতে হবে।

বরদান :- আমিত্বের দ্বার বন্ধ করে মায়াকে বিদায় দিয়ে নিমিত্ত ও নির্মাণ হও

ব্যাখা: সেবাধারী যদি সেবা করাকালীন এই সঙ্কল্প করে যে আমি করেছি, তাহলে আমিত্বের ভাব আসা মানে সম্পন্ন করা সমস্ত সেবা কার্যে জল ঢালা অর্থাৎ সম্পূর্ণ সেবা বিফল। সেবাধারী অর্থাৎ করাবনহার (যিনি করাচ্ছেন) বাবাকে ভুলো না, তিনি করাচ্ছেন, আমরা নিমিত্ত হয়ে করছি। যেখানে নিমিত্ত ভাব আছে সেখানে নির্মাণ ভাব স্বতঃই থাকবে। আমি হলাম নিমিত্ত, নির্মাণ স্বরূপ তাহলে মায়া আসবেনা। আমিত্ব ভাবের দ্বার বন্ধ করে দিলে মায়া বিদায় নেবে।

স্লোগান - হোলী হংসের বিশেষত্ব হল স্বচ্ছতা, স্বচ্ছ হয়ে সবাইকে স্বচ্ছ বানানোই হল তাদের সেবা।